10016 - সন্তানদরেকে দ্বীনদাররি উপর প্রতপিালন করার পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমার বাচ্চাদরেকে দ্বীনরে উপর গড়ে তুলতে ও তাদরেকে সংশোধন করতে আমাকে অনকে বশে বগে পতেে হচ্ছে। অধকিাংশ সময় আমি রগেে গয়িে তাদরেকে মারি। অনুগ্রহ করে আমাকে এ বষিয়ে উপদশে দনি। এই বষিয়ে আমাকে কছিু উপকারী বইয়রে খোঁজ দনি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সন্তান প্রতপিালন করা পতিামাতার উপর করণীয় ওয়াজবি। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এই নর্দিশে দয়িছেনে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই আদশে প্রদান করছেনে। আল্লাহ তাআলা বলনে:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদরে নজিদেরেকে এবং তোমাদরে পরবিার-পরজিনকে (জাহান্নামরে) আগুন থকেে রক্ষা করো যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যার দায়ত্বি নয়িোজতি আছে নর্দিয় ও কঠোর ফরেশেতারা। তারা আল্লাহর নর্দিশে অমান্য করে না এবং যা করার নর্দিশে পায় তাই কর।”[সূরা তাহরীম: ৬]

ইমাম ত্বাবারী উক্ত আয়াতরে তাফসীরে বলনে:

‘আল্লাহ তাআলা বলনে: ওহে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সত্যায়ন করছে! তোমরা নজিদেরেকে রক্ষা করো। তনিি বলছনে: তোমরা একে অপরকে এমন কছিু শখোও যার মাধ্যমে তোমরা যাদরেকে শখোচ্ছ তাদরেকে জাহান্নাম থকেে রক্ষা করতে পারবে এবং জাহান্নামকে প্রতহিত করতে পারব, যদি তারা তা শখিে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ কর। তোমরাও আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ করো। আর আল্লাহর বাণী: ‘তোমাদরে পরবিার-পরজিনকওে জাহান্নাম থকেে রক্ষা করো’ দ্বারা তনিি বলছনে: তোমরা তোমাদরে পরবিারকে আল্লাহর আনুগত্যমূলক আমল শক্ষিা দাও যার মাধ্যমে তারা নজিদেরেকে জাহান্নাম থকেে রক্ষা করতে পারব।’[তাফসীরুত ত্বাবারী (২৮/১৬৫)]

কুরতুবী বলনে, মুক্বাতলি বলছেনে: এটি তার উপর তার নজিরে, তার সন্তানরে, তার পরবিাররে ও দাস-দাসীর প্রাপ্য

অধকিার। ইলকয়িা বলনে: সুতরাং আমাদরে উপর ওয়াজবি নজিদেরে সন্তান ও পরবিারকে দ্বীন শক্ষিা দয়ো, ভালো কাজ শক্ষিা দয়ো এবং যথষ্টে পরমিাণ শষ্টিাচার শক্ষিা দওেয়া। আর এ মর্মইে রয়ছেে আল্লাহর বাণী: 'তুমি তোমার পরবিারকে নামাযরে নর্দিশে দাও এবং এর উপর ধর্যৈে ধরো।' আরো রয়ছেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী: 'তুমি তোমার নকিটাত্মীয়দরেকে সতর্ক করো।' হাদীসে আরো আছ: 'তাদরে বয়স যখন সাত বছর হয় তখন তোমরা তাদরেকে নামায পড়ার নর্দিশে দাও।'[তাফসীরুল কুরতুবী (১৮/১৯৬)]

প্রত্যকে মুসলমিই আল্লাহর দকিে দাওয়াত দানকারী। সুতরাং অন্যদরে আগে তার দাওয়াত পাওয়ার সর্বাধকি হকদার পরবিার ও সন্তান। আল্লাহ যখন রাসূলকে দাওয়াতরে দায়ত্বি দয়িছেলিনে তখন বলছেলিনে: 'তুমি তোমার নকিটাত্মীয়দরেকে সতর্ক কর।'[সূরা শুআরা: ২১৪] কারণ পরবিাররে লোকজনই তার কল্যাণ, অনুগ্রহ ও সদাচরণরে সবচয়েে বশেি হকদার।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তান প্রতপিালনরে দায়ত্বি পতিামাতার উপর আরোপ করছেনে এবং তাদরেকে সটেি বাস্তবায়ন করার আদশে দয়িছেনে:

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "তোমরা সকলইে তত্ত্বাবধায়ক এবং তোমাদরে প্রত্যকেকে তার অধীনস্থদরে ব্যাপারে জজ্ঞিাসাবাদ করা হব। ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান তত্ত্বাবধায়ক; তাকে তার অধীনস্থদরে ব্যাপারে জজ্ঞিাসা করা হব। পুরুষ তার পরবিারে তত্ত্বাবধায়ক; তাকে তার অধীনস্থদরে ব্যাপারে জজ্ঞিাসা করা হব। নারী তার স্বামী-গৃহরে তত্ত্বাবধায়ক; তাকে তার দায়ত্বিরে ব্যাপারে জজ্ঞিাসা করা হব। খাদমে তার মনবিরে ধন-সম্পদরে তত্ত্বাবধায়ক; তাকওে তার মনবিরে ধন-সম্পদ সম্পর্কে জজ্ঞিাসা করা হব। ইবনে উমর বলনে: আমার মনে হয় তনিি আরো বলছেনে: পুত্র তার পতিার ধন-সম্পদরে তত্ত্বাবধায়ক এবং এ দায়ত্বি সম্পর্কে তাকে জজ্ঞিাসা করা হব। তোমরা সবাই দায়ত্বিশীল এবং প্রত্যকেকে তার দায়ত্বি সম্পর্কে জজ্ঞিাসা করা হব।"[হাদীসটি বুখারী (৮৫৩) ও মুসলমি (১৮২৯) বর্ণনা করনে]

আপনার কর্তব্য হচ্ছ: ছোটবলো থকেে আপনি তাদরেকে আল্লাহ ও তার রাসূলরে ভালোবাসার উপর এবং ইসলামী শক্ষিার প্রতি অনুরাগী করে বড় করবনে। তাদরেকে জানাবনে য, আল্লাহর তরৈী জান্নাত ও জাহান্নাম আছ। জাহান্নামরে আগুন উত্তপ্ত। এর জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। নম্নিোক্ত ঘটনাটি পড়ুন। এতে আপনার জন্য উপদশে রয়ছে:

ইবনুল জাওযী বলনে:

'এক রাজা ছলিনে বপিুল সম্পদরে অধকিারী। তার কোনো ছলেে সন্তান না থাকলওে একজন ময়েে সন্তান ছলি। ময়েকেে তনিি খুবই ভালোবাসতনে। তাকে নানান খলে-তামাশায় ব্যস্ত রাখতনে। এভাবে বশে কছিু সময় কটেে গলে। রাজার পাশে একজন ইবাদতগুজার মানুষ থাকতনে। এক রাতে তনিি কুরআন পড়তে গয়িে এই আয়াতটা জোরে পড়লনে: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদরে নজিদেরেকে এবং তোমাদরে পরবিার-পরজিনকে (জাহান্নামরে) আগুন থকেে রক্ষা করো যার জ্বালানি হবে মানুষ ও

পাথর।” ঐ ময়েে তার পড়া শুনতে পাচ্ছলি। সে তার দাসীদরেকে বলল: তোমেরা থামো। তারা থামছলি না। এদকিে ইবাদতগুজার লোকটা বারবার আয়াতটা পড়ছলি। আর ময়েটো দাসীদরেকে বলে যাচ্ছলি: তোমেরা থামো। তারা থামল না। ময়েটো তার বুকরে জামায় হাত দয়িে সটো ছঁড়িে ফলেল। দাসীরা তার বাবার কাছে গয়িে ঘটনাটি বলল। ময়েরে বাবা তাকে বলল: ‘মামনি, গত রাত থকেে তোমার কী হয়ছে? তুমি কী জন্য কাঁদছ?’ তনিি তাকে জড়য়িে ধরলনে। ময়েে বলল: আব্বু! আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাকে জজ্ঞিাসা করছ,ি ‘আল্লাহর কি এমন একটা আগুনরে স্থান আছে যটোর জ্বালানী হবে: মানুষ এবং পাথর?’ তনিি বললনে: হ্যাঁ। ময়েে বলল: ‘বাবা, এটা আমাকে জানাতে কীসে তোমাকে নষিধে করল? আল্লাহর কসম! আমি আর কখনো ভালো কছিু খাবো না, নরম বছিানায় ঘুমাব না যতক্ষণ না আমি জানতে পারছি আমার বাসস্থান কোথায় হবে? জান্নাতে; নাকি জাহান্নামে?’[সফিাতুস সাফওয়াহ (৪/৪৩৭-৪৩৮)]

তাদরেকে পাপ ও বচ্যিুতরি ক্ষত্রে থকেে দূরে রাখাও আপনার দায়ত্বি। আপনি তাদরেকে টভিসিহ অন্যান্য মন্দ উপকরণরে উপর বড় হতে দয়িে পরে তাদরে কাছে দ্বীনদারতিা আশা করবনে না। কারণ যে ব্যক্তি কাঁটা গাছ বপণ করে সে আঙুর ফল আহরণ করতে পারে না। ছোটবলো থকেইে এমনটা করতে হবে যাতে বড় হলে তাদরে জন্য বষিয়টি সহজ হয় এবং তারা তাতে অভ্যস্ত হয়। আপনার জন্যও তাদরেকে আদশে-নষিধে করা সহজ হবে এবং তাদরে জন্য আপনার আনুগত্য করা সহজ হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদয়িাল্লাহু আনহুমা বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “তোমেরা তোমোদরে সন্তানদরেকে সাত বছর বয়সে নামাযরে আদশে দবি।ে আর দশ বছর বয়সে তাদরেকে নামাযরে জন্য প্রহার করবে এবং তাদরে বছিানা আলাদা করে দবি।ে”[হাদীসটি আবু দাউদ (৪৯৫) বর্ণনা করনে আর শাইখ আলবানী সহীহুল জামে’ (৫৮৬৮) গ্রন্থে এটকিে সহহি বলে গণ্য করনে]

তবে শাসনকারীকে অবশ্যই দয়ার্দ্র, সহষ্ণিু, নম্র ও কোমল হতে হবে। সে অশ্লীলভাষী হবে না। উত্তম কথা দয়িে তর্ক করবে। গালমন্দ, তরিস্কার এবং প্রহার থকেে দূরে থাকবে। তবে যদি ছলেে এমন হয়ে যায় যে আনুগত্য পরহিার করে, বাবার আদশেরে চয়েে নজিকেে বড় মনে করে, তার আদষ্টি বষিয় পরহিার করে, নষিদ্ধি কাজে লপ্তি হয়, তাহলে কোনো প্রকার ক্ষতি না করে তার সাথে কঠোর আচরণই সমীচীন।

মুনাওয়ী বলনে:

‘ব্যক্তরি উচতি তার সন্তানকে শাসন করা যখন সন্তান বয়স ও বুদ্ধরি এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যা তাকে শাসন করার উপযোগী। যাতে করে তাকে নকেকার মুমনিদরে চরত্রিে গড়ে তুলতে পার,ে খারাপ লোকদরে সাহচর্য থকেে দূরে রাখতে পার।ে তাকে কুরআন, আদব, আরবী ভাষা শক্ষিা দতিে পার।ে হাদসি ও সালাফদরে বক্তব্য শোনাব।ে দ্বীনরে বধিি-বধিান শখোব,ে নামায ও এর অনুরূপ বষিয়রে জন্য প্রহার করব।ে এগুলো করা তার জন্য এক সা‘ পরমিাণ দান করার চয়েে উত্তম। কারণ সে যদি তাকে শষ্টিাচার শখোয়, তাহলে তার কাজটা সদকায়ে জারয়িা হয়ে যাব।ে আর এক সা‘ পরমিাণ দান করলে এর নকেী

শষে হয়ে যাবে। অন্যদকিে সন্তান যতদনি স্থায়ী হবে ততদনি নকেী স্থায়ী হবে। শষ্টিাচার আত্মার খাদ্য হসিবেে কাজ করে এবং আখরিাতরে জন্য আত্মাকে প্রতপিালতি করে। "তোমেরা তোমোদরে নজিদেরেকে এবং তোমোদরে পরবিার-পরজিনকে (জাহান্নামরে) আগুন থকেে রক্ষা করো"[সূরা তাহরীম: ৬]

সুতরাং আপনার জন্য নজিকেে ও নজিরে সন্তানকে জাহান্নাম থকেে রক্ষার উপায় হলো আপনি তাদরেকে জাহান্নামে প্রবশেরে বষিয়ে ভীতি প্রদর্শন করবনে এবং উপদশে দবিনে। বভিন্নি প্রকার শাসনরে মাধ্যমে তাদরেকে সঠকি পথে পরচিালতি করবনে। এমন কছিু শাসন হলো: উপদশে দয়ো, শাস্তরি ভয় দখোনো, হুমকি দয়ো, প্রহার করা, আটকে রাখা, উপহার দয়ো, পুরস্কার দওেয়া, সদাচরণ করা। ভালো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তকিে শাসন করার পদ্ধতি খারাপ ইতর ব্যক্তকিে শাসন করা থকেে আলাদা।'[ফাইযুল কাদীর (৫/২৫৭)]

সন্তানকে সঠকি পথে পরচিালতি করার ক্ষত্রেে প্রহার করা একটা মাধ্যম। কন্তিু প্রহার করাটা মূল লক্ষ্য নয়। বরং সন্তান যখন গোয়ার্তুমি করবে এবং অবাধ্য হবে তখনই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা যতেে পার।ে

শরীয়ত ইসলামে শাস্তরি আইন নর্িধারণ করে দয়িছে।ে ইসলাম অনকে অপরাধরে শাস্তরি বধিান দয়িছে;ে যমেন: ব্যভচিারীর দণ্ড, চোররে দণ্ড, অপবাদ প্রদানকারীর দণ্ড প্রভৃতি। মানুষকে সঠকি পথে পরচিালতি করা এবং তাদরে অনষ্টি প্রতহিত করার জন্য এগুলোর বধিান আরোপ করা হয়ছে।ে

ঠকি এ ধরণরে ক্ষত্রেে পতিার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে নম্নিোক্ত উপদশেটি উদ্ধৃত হয়ছেে যাতে করে সন্তানকে অন্যায় থকেে দময়িে রাখা যায়:

ইবনে আব্বাস রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "তোমেরা এমন জায়গায় চাবুক ঝুলয়িে রাখবে যাতে করে গৃহবাসী তা দখেতে পায়। কারণ এটা তাদরেকে শষ্টিাচার শখোব।ে"[হাদীসটি ত্বাবারানী (১০/২৪৮) বর্ণনা করনে। হাদীসটকিে হাইছামী 'মাজমাউয যাওয়ায়দে' (৮/১০৬) গ্রন্থে হাসান বলে গণ্য করছেনে। শাইখ আলবানী 'সহীহুল জামে' (৪০২২) গ্রন্থে এটকিে হাসান বলছেনে]

সুতরাং সন্তান প্রতপিালন হবে: উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন উভয়টরি মধ্যে সমন্বয়রে মাধ্যমে। সবচয়েে গুরুত্বপূর্ণ হলো সন্তানরো যে পরবিশেে বাস করে সটেরি সংস্কার করা; তাদরে জন্য হদোয়াতরে উপায়-উপকরণরে ব্যবস্থা করার মাধ্যমে। আর তা হলো তাদরে প্রতপিালনে দায়ত্বিশীল তথা তাদরে বাবা-মা নজিরো দ্বীনদার হওয়ার মাধ্যমে।

সন্তানদরে প্রতপিালনে সফল হওয়ার জন্য প্রতপিালক যে উপায় গ্রহণ করতে পারনে তার মধ্যে অন্যতম হলো রকের্ডাররে মাধ্যমে ওয়ায-নসীহত শুনানো, কুরআন তলোওয়াত শুনানো, আলমেদরে আলোচনা ও দারসরে ক্যাসটে শুনানো। এমন ক্যাসটেরে সংখ্যা অনকে।

আর সন্তান প্রতপিালনরে ব্যাপারে আপনি যে রফোরন্সে বইগুলোর কথা প্রশ্নে জানতে চয়েছেনে সে ব্যাপারে আমরা আপনাকে নম্নিোক্ত বইগুলো পড়ার পরামশর্ দবি:

- تربية الأطفال في رحاب الإسلام (তারবয়িাতুল আত্বফাল ফী রহিাবলি ইসলাম), লখেক: মুহাম্মাদ হামদে আন-নাসরে এবং খাওলা আব্দুল কাদরি দারউইশ।
- كيف يربي المسلم ولدَه (কাইফা ইউরাব্বলি মুসলমিু ওয়ালাদাহু) লখেক: মুহাম্মাদ সাঈদ আল-মাওলাওয়ী।
- تربية الأبناء في الإسلام (তারবয়িাতুল আবনা ফলি ইসলাম) লখেক: মুহাম্মাদ জামীল যাইনূ।
- محمود مهدي الإستانبولي (কাইফা নুরাব্বি আত্বফালানা) লখেক: মাহমূদ মাহদী আল-ইস্তানবূলী।

مسئولية الأب المسلم في تربية الولد (মাসউলয়িাতুল আব আল-মুসলমি ফী-তারবয়িাতলি ওয়ালাদ) লখেক: আদনান বা-হারসি।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।